12-4-41
মধু মুভিটোনের
চিত্রার্ঘ্য
P.de
রাসপূর্ণিমা

ইন্দ্রমুভিটোনের নূতন চিত্র

রাস-পূর্ণিমা

ইন্দ্র মুভিটোন কলিকাতা

Released through

রায় সাহেব চন্দনমল ইন্দ্রকুমার

৩নং সিনাগগ্ ষ্ট্রীট :: কলিকাতা

সংগঠনকারী

কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা :
নিরঞ্জন পাল

আলোক চিত্রী : অজয় কর
শব্দ যন্ত্রী : গৌর দাস
রসায়নাগার অধ্যক্ষ : ধীরেন দাসগুপ্ত
স্থির চিত্র-শিল্পী : গোপাল চক্রবর্ত্তী
সঙ্গীত পরিচালনা : দুর্গা সেন
সম্পাদনা : সামসুদ্দিন ও হরি ভট্টাচার্য্য
সংলাপ : বিজয় গুপ্ত
গীতিকার : প্রণব রায়
রূপ সজ্জায় : প্রভাকর ও চিলোচন
পরিচ্ছদ সজ্জায় :
নাজির আহম্মদ ও বসির আহম্মদ
দৃশ্য সজ্জায় : গুলান নবী

সহকারী

পরিচালনায় :
অমূল্য ব্যানার্জ্জী
উমা ভাদুড়ী
আলোক চিত্রে :
দশরথ
শব্দ যন্ত্রে :
সত্যেন ঘোষ
জয়ন্ত সেন
স্থির-চিত্রে :
সত্য সান্যাল
স্থির-শিল্পে :
গোপেন মল্লিক
দৃশ্য সজ্জায় :
গোবিন্দ শর্ম্মা
ধারারক্ষী :
চিত্র মজুমদার

প্রচারশিল্পী
অজিত সেন

শিল্পী পরিচয়

গৌরী	...	চন্দ্রাবতী
দিলীপ	...	অশোক রায়
রঘু	...	ভূজঙ্গ রায়
পুরোহিত	...	সন্তোষ সিংহ
শম্ভু	...	সত্য মুখার্জ্জি
ভবানন্দ	...	বোকেন চট্টো
দেওয়ান	...	শান্তু গোস্বামী
গাড়োয়ান	...	ফণী রায়
বিন্দু	...	রাজলক্ষ্মী
উকীল	...	কার্ত্তিক রায়
কুসুম	...	বীণা বোস
মৌলবী	...	বিজয় কার্ত্তিক
বিচারক	...	কে গুহ

অন্যান্য চরিত্রে :
অহী, কেষ্টধন, মঞ্জু বোস, প্রভা, রেখা দে, লাবণ্য দাস, গোপাল দাস, ইন্দ্রাণী রায়, উমাতারা, ব্রজ পাল, অপর্ণা, ফাল্গুনী ভট্টাচার্য্য, লাকী মিত্র, প্রভৃতি

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের
"সোনার বাংলা" ও "যদি তোর ডাক শুনে"
গান দুখানি "হিজ্ মাষ্টার ভয়েস"এর সৌজন্যে

ম্যাডান টলিউড ষ্টুডিওতে গৃহীত

কাহিনীর চুম্বক

নিশানপুরের চৌধুরীরা বনেদী বংশ। অগাধ জমিদারী, অগাধ সম্পত্তি এবং বিশাল অট্টালিকা।

একদিন ছিল……যখন ঝাড় লণ্ঠনের আলোয় আত্মীয়-স্বজনের কল-গুঞ্জনে সমস্ত বাড়ীটি উদ্ভাসিত হয়ে থাকত।

কিন্তু আজ আর সে সবের কিছুই নেই। নিস্তব্ধ আঁধারকে আশ্রয় করে একটিমাত্র প্রাণী শুধু আজও পড়ে আছে।

সে চৌধুরী বাড়ীর একমাত্র গৃহ-বধূ—গৌরী। কেবল তারই জন্য আজ এই চৌধুরী বংশের ভিটায় সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বলে, গৃহ-দেবতা গোপীকিশোরের পূজা হয়।

ন-বছর বয়সে গৌরী চৌধুরী বাড়ীর গৃহ-বধূ হয়ে এসেছিল।

তারপর সেই থেকে গৌরীকে নিঃসঙ্গ ভাবে জীবন অতিবাহিত করতে হয়—কারণ গৌরীর স্বামী দিলীপ বিবাহের পর বিলাত যাত্রা করেছিল ব্যারিষ্টারী পড়বার জন্য।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর এক এক করে সবই চলে গেল। কিন্তু স্বামী তার ঘরে ফেরেনা। গৌরীর তখন অন্তর কেঁদে ওঠে, ভাবে স্বামী বুঝি আর ফিরবে না।

গৃহ-দেবতা গোপীকিশোরের কাছে প্রাণের বেদনা জানিয়ে তাঁর কাছে মাথা খোঁড়ে, মানৎ করে, স্বামী তাঁর ফিরে আসুক।

* * * *

বিলাত থেকে দিলীপ একযুগ পরে ব্যারিষ্টারী পাশ করে কলকাতায় ফিরেছে। কিন্তু দেশে ফেরে নাই। মামলা-মকোর্দ্দমা এই নিয়ে সে এখন কলকাতায় থাকে।

জন্মস্থান নিশানপুর এখন তার কাছে বিদেশ……সহধর্ম্মিণী গৌরীও তার কাছে পর, অজানা।

কে জানে নিশানপুরের মাটির মায়া আর কোনদিন তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকবে কিনা!

* * * *

এদিকে গৌরী স্বামীর আসার পথপানে চেয়ে মনের দুঃখে দিন কাটায়। যদি কোনদিন তার জীবনে সেই একান্ত বাঞ্ছিত পূর্ণিমা আসে, সেই আশায় সে আজও শ্বশুরের ভিটা আঁকড়ে পড়ে থাকে।

অভাগিনী গৌরীর জীবনে দীর্ঘ বারো বৎসর কেবল চোখের জলেই কেটে গেল। গৃহ-দেবতা গোপীকিশোর বোধ হয় তার কাতর ডাকে এবার সাড়া না দিয়ে আর পারলেন না।

* * * *

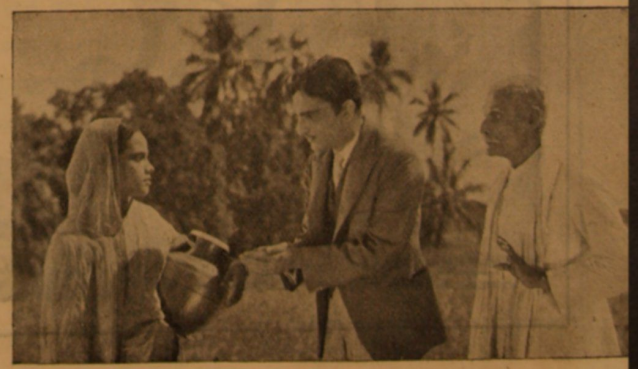

সহসা বিন্দু ঝী হাসিমুখে এসে জানায়—বৌদি কলকাতা থেকে রঘুদা এসেছে।

রঘু চৌধুরী পরিবারের পুরানো চাকর। চাকর হলেও সে এই পরিবারেরই একজন। রঘু এসে বলে—বুঝলে বৌমা দাদাবাবু নিশানপুরে আসছেন কুসুমের মামলার তদ্‌বির করতে।

এইবার বুঝব তোমাদের মিট্‌মাট হয় কিনা!

ম্লান হেসে গৌরী বলে—কিসের মিটমাট রঘু! ঝগড়া তো কোনদিন হয়নি।

"তা সত্যি বিলেত থেকে ফিরে তিনি রইলেন কলকাতায়, আর তুমি রইলে এখানে।...বিয়ের সময় তুমি ছিলে ন বছরের বালিকা এখন একবার দেখা হোক, তখন বুঝব তিনি তোমায় চান কিনা।"

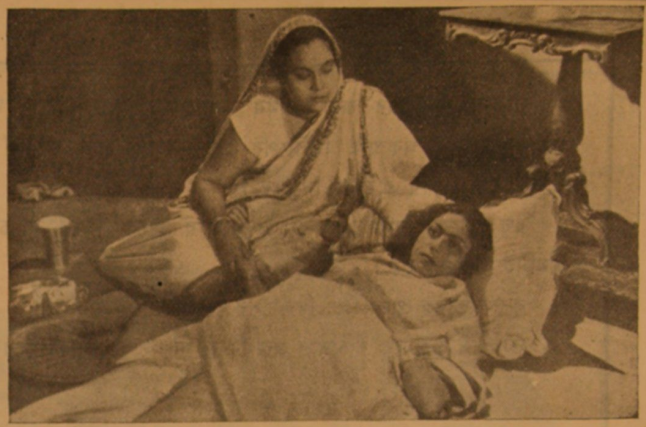

অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে গৌরী বলে—কাজ কি রঘু, তিনি যদি আর কাউকে নিয়ে সুখী হতে চান তো, সে সুখে আমি বাদ সাধি কেন?

এ অভিযোগ রঘু সইতে পারে না। দিলীপকে সে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে। বলে আর কাউকে নিয়ে সুখী হবার চেষ্টাও তার নেই! নিশানপুর চৌধুরী বংশের ছেলে সে, এতবড় অন্যায় সে করতে পারে না।

রঘু নিশানপুরের উকীলের কাছ থেকে কুসুমের মামলার নথীপত্র নিয়ে কলকাতায় ফিরে আসে।

* * *

এদিকে কলকাতায় বিরাট ভোজের উৎসব। পর পর বারোটি খুনের মামলায় ব্যারিষ্টার দিলীপ চৌধুরী জিতেছে।

রঘু এসে কুসুমের মামলার নথিপত্রগুলা দিলীপের সামনে ধরে দেয়।

দিলীপ নথী পড়ে জানতে পারে যে খাজনা অনাদায়ের জন্য নিশানপুরের একজন গোমস্তা কুসুমের স্বামীর বুকে বাঁশ ডলেছিল। কুসুম সেই অত্যাচারের দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে গোমস্তাকে কুড়ুল দিয়ে মারে।

"কাছারী বাড়ীতে।" উপরে চিকের আড়ালে দাঁড়িয়ে গোরী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে।

* * *

জমিদার গ্রামে এসেছে শুনে জনকয়েক স্বেচ্ছাসেবক বন্যা-পীড়িতদের সাহায্যের জন্য চাঁদা চাইতে আসে।

বিস্মিতকণ্ঠে দিলীপ জিজ্ঞাসা করে—দেওয়ানজী এঁদের চাঁদা দেননি ?

মাথা চুলকে দেওয়ান বিনীতকণ্ঠে উত্তর দেয়, "মায়ের হুকুম নেই। জমীদারীর আয়ের টাকা মন্দির তৈরী, রাসের উৎসব—এইতেই খরচ হয়।" দিলীপ রেগে বলে—"না—রাস হবে না—বন্ধ করে দিন। বরং সে টাকাগুলো এদের দিয়ে সাহায্য করুন।

কি বলছ বাবাজী, হরিদাসস্বামী এগিয়ে আসেন, চৌধুরী বংশের ছেলে তুমি। এসব তোমার পূর্ব্ব পুরুষরা করে গেছেন, তাঁদের স্বর্গগত আত্মাকে তুমি কষ্ট দিতে চাও ?"

দিলীপের কণ্ঠে শ্লেষ বেড়ে ওঠে, "বেশ বলেছেন। পূর্ব্ব পুরুষদের স্বর্গগত আত্মা.....তাঁদের কষ্ট। যাঁরা বেঁচে আছেন তাদের চেয়ে টান্ বেশী আপনাদের যাঁরা মরে গেছেন তাঁদের উপর।

জমিদারের হুকুম রাস হবে না, খবরটা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

গ্রামের ছোটখাট ব্যবসাদারেরা এসে দিলীপের কাছে কেঁদে তাদের প্রাণের দরদ জানায়—"হুজুর মা-বাপ.....রাস বন্ধ করলে, মেলা না বসলে আমরা মারা যাব।"

খবরটা গৌরীর কানে যায়। শুনে সে বলে "জমিদারীর আয় যে তাঁর। তাঁর টাকা তিনি যা খুসি করতে পারেন, কিন্তু গোপী-কিশোরের রাস বন্ধ হতে পারে না।" স্বামীর ওপর অভিমানে নিজের গায়ের অলঙ্কার গুলা সে রাসের খরচের জন্য পুরোহিতের হাতে তুলে দেয়।

ব্যাপারটা দিলীপের কাছে রেষারেষির মত ঠেকে। সে ভাবে তাহার বিরুদ্ধাচরণের জন্যই বোধহয় গৌরী এসব করছে।

এদিকে নিরুপায় গৌরী দিলীপের ছবির সামনে দাঁড়িয়ে কেঁদে বলে ; ওগো তুমি আমায় ভুল বুঝ না। আমি যে গোপীকিশোরের কাছে প্রাণের বেদনা দিয়ে জানিয়েছি যে বছর তুমি ফিরবে, সে বছর আমি আরো ধুমধাম করে ঠাকুরের রাস উৎসব করব। আজ এমন আনন্দের দিনে, ঠাকুর আমার হাসবেন না এও কি হয়।"

অলঙ্কার দেওয়ার খবরটা দিলীপের কানে আসতেই দিলীপ বলে, "রঘু তোমার বৌদিকে আমার বাড়ী হতে চলে যেতে বল, বল এ আমার হুকুম।"

রঘু অবাধ্যের মত জবাব দেয়, "এ আমি পারব না দাদাবাবু। রঘু চাকর হলেও তার একটা কাণ্ডজ্ঞান আছে।"

তবু দিলীপের আদেশটা শেষ পর্য্যন্ত গৌরীর কানে যেয়ে পৌছায়।

কোথায় যাবে সে ? আজ এতদিন পরে কোন্ লজ্জায় স্বামী নিন্দার কলঙ্ক নিয়ে বাপের বাড়ী যাবে ? তার চেয়ে না খেয়ে স্বামীর ভিটায় মরবে তবু সে বাপের বাড়ী যাবে না।

* * * * *

রঘু এসে বোঝায় মা কাল রাস। এমন ভাবে উপোস করে পড়ে থাকলে কেমন করে তোমার মানৎ রাখবে মা ?

গৌরীর তখন চেতনা হয়—সত্যই ত স্বামী যে তার ঘরে ফিরেছে ! গোপীকিশোরের কাছে সে মানৎ করেছিল।

* * * * *

কুসুমের মামলায় দিলীপ জিতেছে। মাত্র একশ টাকা জরিমানা দিয়ে কুসুম মুক্তি পেয়েছে।

সংবাদটা মন্দির প্রাঙ্গনে এসে পৌছতেই, সকলের মুখে রাষ্ট্র হয়ে গেল যে, এইবার ম্লেচ্ছ জমিদার তাদের ধর্ম্মে হাত দেবার জন্য, মন্দির লুট করবার জন্য আসবে। পুরোহিত সুযোগ বুঝে ক্ষেপিয়ে তুল্‌ল জনসাধারণকে।

গোপীকিশোরকে রক্ষা করবার জন্য মন্দিরের দুয়ারে তালা লাগাবারও আদেশ দিল পুরোহিত।

অকস্মাৎ মন্দিরের ভিতর গোপীকিশোরের জন্য গাঁথামালা গৌরীর হাত হতে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বাইরে ভীষণ চিৎকার শোনা গেল "ঐ যে ম্লেচ্ছ জমিদার···পাপী পাষণ্ড···মারো মারো।···তার পরেই দিলীপের কাতর ক্ষীণ আর্ত্তনাদ।.....

উন্মাদিনীর মত গৌরী মন্দির প্রাঙ্গণে ছুটে এসে দেখে মন্দিরের বাইরে আহত তার স্বামী·····

ভাঙ্গো ভাঙ্গো দরজা। উন্মাদিনীর মত গৌরী তখন বদ্ধ দরজায় ঘা দিতে থাকে।

বাইরে তার হৃদয় দেবতা...অন্তরের গোপীকিশোর বিপন্ন... আহত...সংজ্ঞাহীন !

ভাল না বাসুক ফিরে না চাক তবু সে যে তার ইহকাল পরকালের দেবতা জন্মজন্মান্তরের স্বামী ! তাঁর প্রতি কখনও কি অনাদর করতে পারে ?

* * * * *

শেষে এই নিষ্ঠুর স্বামীর হৃদয় গৌরী কেমন করে, কি ভাবে জয় করতে পেরেছিল, আপনারা তাহাই রূপালী পর্দ্দায় দেখুন।

সঙ্গীত

(১)

চৈতালি রাতে এস প্রিয়া সাথে
ফুল বীথিকায়।
হেথা নয়, চল আঁখির আড়ালে,
এস নিরালায়॥

আকাশে জাগে তারা, জাগে চাঁদ,
হৃদয়ে জাগিছে কত গান, কত সাধ !
বনের ছায়াতে আধো-জ্যোছনাতে
বাঁধিব তোমারে গানের মালায়॥

প্রণব রায়।

(২)

আমার সোনার বাংলা—আমি তোমায় ভালবাসি
চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস
ওমা আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী
ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রানে পাগল করে
(মরি হায় হায়রে)

(ওমা) অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে কি দেখেছি
(অমনি) মধুর হাসি
কি শোভা কি ছায়া গো কি স্নেহ কি মায়াগো
কি আঁচল বিছায়ে বটের মূলে নদীর কুলে কুলে

(মা তোর) মুখের বাণী আমার কানে
লাগে সুধার মত (মরি হায় হায়রে)

(মা তোর) বদনখানি মলিন হলে (আমি) নয়ন জলে ভাসি
তোমার এই খেলাঘরে শিশুকাল কাটিলরে
তোমার এই ধূলা মাটি অঙ্গে মাখি ধন্য জীবন মানি
তুই দিন ফুরালে সন্ধ্যা কালে কি দীপ জ্বালিস ঘরে
(মরি হায় হায়রে)

তখন খেলা ধূলা সকল ফেলে তোমার কোলে ছুটে আসি
ওমা তোর চরণেতে দিলাম এই মাথা পেতে।
দেগো তোর পায়ের ধূলো মেখে আমার মাথার মণি হবে
গরীবের ধন যা আছে তাই দিব চরণ তলে
(মরি হায় হায়রে)

আমি পরের কিনবো না তোর ভূষণ বলে গলার ফাঁসি।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(৩)

এই সেই বংশীধারী।
ও যার বাঁশীর সুরে মরি ঘুরে
ঘরের মাঝে রইতে নারি।
তার মনও কাল, রঙ ও কালো
তবু ঠিকরে পড়ে রূপের আলো
তার বাঁকা চোখে, বাঁকা ঠোঁটে
কিযে আঁকা বুঝতে নারি
বিজয় গুপ্ত।

(৪)

এই আমাদের তীর্থ গো বাঙলা মায়ের কোল।
(ও যার) মাঠে মাঠে সবুজ শোভা শ্যামল হিল্লোল
(ওরে) এই দেশেরই তীর্থ-ধূলি গড়্‌ল মোদের দেহ,
(যেথা) গঙ্গাধারায় ঢেউ খেলে যায় মায়ের অতুল স্নেহ,
(যেথা) শিশুর মুখে মধুর সুখে ফুট্‌ল রে 'মা' বোল,
সে যে আমার বাঙলা মায়ের কোল ॥
(যেথা) রাখাল-ছেলে বেণু বাজায় বংশীবটের তলে,
(যেথা) তুল্‌সীতলায় সাঁঝের পিদিম প্রণাম হয়ে জ্বলে,
(যেথা) পাখির গানে বনে বনে জাগায় রে ফুল-দোল্,
সে যে আমার বাঙলা মায়ের কোল ॥
(ওরে) এযে মোদের তীর্থভূমি এই ধরনীর মাঝে,
কবির বীণায় এই মায়েরই বন্দনা গান বাজে,
(ও ভাই) মাতৃপূজার দেউল তোরা উজল করে তোল !
সে যে আমার বাঙলা মায়ের কোল ॥
প্রণব রায়।

(৫)

যদি তোর ডাকশুনে কেউ না আসে তবে একলা চলরে
একলাচল—একলাচল—একলাচল—একলাচলরে।
যদি কেউ কথা না কয় ওরে ওরে অভাগা

যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে সবাই করে ভয়
তবে পরাণ খুলে-ও তুই মুখ ফুটে তোর
মনের কথা একলা বলরে।
যদি সবাই ফিরে যায়-ওরে-ওরে ও অভাগা
যদি গহণ পথে যাবার কালে-কেউ ফিরে না চায়
তবে পথের কাঁটা ও তুই রক্তমাখা চরণ তলে একলা চলরে।
যদি না আলো ধরে
যদি তার বদলে আঁধার রাতে দুয়ার দেয় নারে
তবে বজ্রানলে, আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে দিয়ে একলা চলরে।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(৬)

কৃষ্ণজী! কৃষ্ণজী! মিলিবে কবে মম সাথে?
হে প্রিয়তম, চাঁদের সম
জাগো,জাগো আমার দুখ-রাতে।

আমি স্রোতের কুসুমসম ভেসে
তব দুয়ারে এনু পথ-শেষে,
অঙ্গে মম অঙ্গ মিলাও বঁধু,
আঁখি মিলাও আঁখিপাতে॥

আমার মনের বৃন্দাবনে বেণু-বাজাও,
প্রভু বেণু বাজাও!
হৃদয় মম নিবেদিত ফুল,
সেই ফুলে অঞ্জলি নাও।
ওগো জীবন-মরণের সাথী
এল মধু-মিলনের রাতি
মীরার প্রভু গিরিধারী নাগর
প্রেমের রাখী বাঁধো হাতে॥

—প্রণব রায়

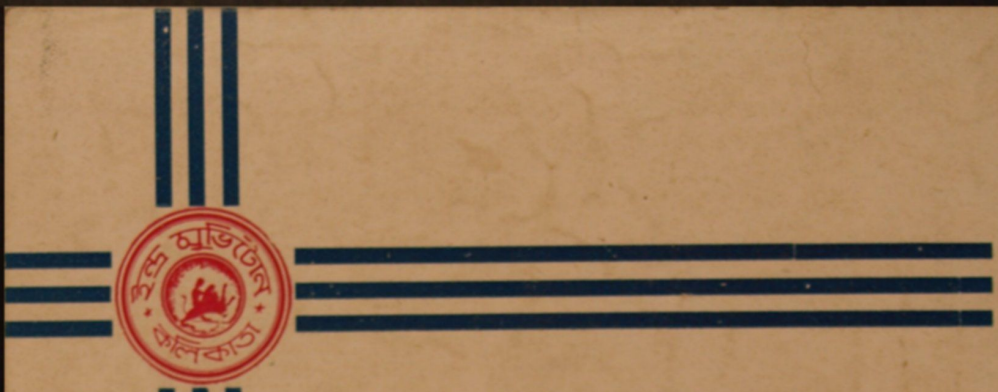

রাজপূর্ণিমা

শ্রীঅজিত সেন কর্ত্তৃক ইন্দ্র মুভিটোনের পক্ষ হইতে সম্পাদিত এবং প্রকাশিত। কালিকা প্রেস লিমিটেড ২৫, ডি. এল্. রায় ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীশশধর চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।